চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা, চট্টগ্রাম

মোবাইল: ০১৮১৯-৯৩০৪৮৮

তারিখ:১০.১২.২০২৫

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশ মানবধিকার উন্নয়ন ফাউন্ডেশনর আন্তজাতিক মানবধিকার দিবস ২০২৫ পালন
মানবাধিকার লঙ্ঘন ঠেকাতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে: মেয়র ডা. শাহাদাত

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেছেন, বিগত সময়ে মিথ্যা হয়রানি মূলক মামলা দিয়ে চরম মানবধিকার লঙ্ঘন করা হয়েছে। মানবাধিকার লঙ্ঘন রোধ করতে হলে রাষ্ট্র, প্রতিষ্ঠান ও নাগরিক সবার আন্তরিক অংশগ্রহণ অপরিহার্য। যে সমাজে বৈষম্য, সহিংসতা ও দমনপীড়ন প্রতিরোধে সম্মিলিত উদ্যোগ থাকে, সেই সমাজেই মানবাধিকার সুরক্ষিত থাকে। তিনি বুধবার চট্টগ্রাম জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে বাংলাদেশ মানবধিকার উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান এডভোকেট মো. জাফর হায়দারের সভাপতিত্বে ও অতিরিক্ত মহাসচিব নুর উদ্দীন খান সাগরের সঞ্চালনায় ৭৭ তম আন্তজাতিক মানবধিকার দিবস ২০২৫ উপলক্ষে র‍্যালী ও আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। মেয়র বলেন, মানবাধিকার রক্ষা কেবল সরকারের দায়িত্ব নয়, প্রতিটি সচেতন নাগরিকেরও এটি নৈতিক কর্তব্য। সমাজের দুর্বল ও বঞ্চিত মানুষের অধিকার নিশ্চিতে সম্মিলিত সামাজিক দায়িত্ববোধ তৈরিই টেকসই উন্নয়নের ভিত্তি।মেয়র আরও বলেন, মানবাধিকার লঙ্ঘন তখনই বৃদ্ধি পায়, যখন নাগরিকরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে নীরব থাকে। ন্যায়, সমতা, মানবিকতা ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় সবাইকে সচেতন হতে হবে পরিবারে, কর্মক্ষেত্রে, সমাজে এবং প্রশাসনে। তিনি চসিকের কর্মপরিধিতে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং মানবিক সেবা উন্নয়নকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হবে বলে জানান। আলোচনা সভায় উদ্বোধক হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন ডিআইজি পদে পদোন্নতি প্রাপ্ত অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (ক্রাইম এন্ড অপারেশনস্) মোঃ হুমায়ুন কবির। প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম মহানগর দায়রা জজ আদালতের পিপি বীর মুক্তিযোদ্ধা মফিজুল হক ভূইয়া। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখের পরিবেশ বিশেষজ্ঞ ও গবেষক আমিনুরর রসুল বাবুল, চট্টগ্রাম জেলা আইনজীবী সমিতির সাংস্কৃতিক সম্পাদিকা এডভোকেট আশরাফী বিনতে মোতালেব, টেরিবাজার ব্যবসায়ী সমিতির উপদেষ্টা পরিষদের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব বেলায়েত হোসেন, বেস্ট ই-কর্মাস প্ল্যাটফর্মের ফাউন্ডার এডমিন রোকসানা রলি। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংগঠনের মহাসচিব মহিউদ্দিন স্বপন, ভাইস চেয়ারম্যান আবু হানিফ, নগরের আহবায়ক আবু হানিফ মাসুদ, গোলাম ছরোয়ার, ওমর ফারুক চৌধুরী, নাছির উদ্দীন জসীম, অতিরিক্ত পিপি এডভোকেট জসীম উদ্দীন, অতিরিক্ত জিপি এডভোকেট মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, জেলা বারের সাবেক আইটি সম্পাদক এডভোকেট রাশেদ চৌং, নারী নেত্রী বিলকিছ বেগম, হ্যাপী, জুই, কুলসুমা, মানবধিকার সংগঠক বেলাল আহমেদ, জাকির হোসেন, মুন্না, ডাঃ রবিউল, আবদুর রহমান সবুজ, কাজী আবদুস সোবাহান, জাহাঙ্গীর হোসেন, নেজাম উদ্দিন, মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ, আনোয়ার হোসেন, জুলাই যোদ্ধা মোহাম্মদ বেলাল চৌং, রাজু, মোহাম্মদ হাসান, মোঃ সেলিম, রিনা বেগম, নুরুল হক নুরুসহ প্রমুখ।বক্তারা বলেন, বাংলাদেশ জাতিসংঘ ঘোষিত সর্বজনীন ঘোষনার ত্রিশটি অনুচ্ছেদ পালন অঙ্গীকারবদ্ধ। ইতিমধ্যে মানবধিকার সংক্রান্ত জাতিসংঘের নয়টি মূল আর্ন্তজাতিক চুক্তির সবগুলোতে বাংলাদেশ যোগ দিয়েছে যার সর্বশেষটি হলো- গুম বিষয়ক আর্ন্তজাতিক কনভেশন। যুক্ত আছে আর্ন্তজাতিক শ্রম সংস্থার সব মূল কনভেনশনে যা শ্রমিকদের অধিকার ও নিরাপদ কর্ম পরিবেশ নিশ্চিত করতে সহায়ক। উদ্বোধক হুমায়ন কবির বলেন মানবধিকার এর প্রকৃত চেতনা ধারণ করতে হবে। আমাদের চারপাশে নানা সমস্যা রয়েছে। সমাজের বিত্তবানদের দরিদ্রশ্রেণীর পাঁশে দাড়াতে হবে। মানবধিকার সংগঠন গুলো মিডিয়া কভারেজ এর চাইতে মানব কল্যাণে আরও জোরালো ভূমিকা পালন করবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি। সভাপতির বক্তব্যে এডভোকেট জাফর হায়দার বলেন, অসাম্য দূর করে, মানবধিকার সুরক্ষা করতে সকলের সম্মেলিত প্রচেষ্টা আবশ্যক। দিবসের তাৎপর্য্য ও গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করার উদ্দেশ্য হলো, আমরা কতটুকু মানবধিকার সমুন্নত রাখতে সক্ষম হয়েছি তা পর্যালোচনা করা। আমাদের সকলকে মানবধিকারের চেতনা ধারণ করতে হবে। তবেই আমরা সভ্য জাতিতে পরিণত হব।

ভ্যাট দিবসের আলোচনা সভায় মেয়র
দেশকে স্বনির্ভর করতে রাজস্ব দিন: মেয়র ডা. শাহাদাত

দেশের অর্থনীতি স্বনির্ভর করতে এবং উন্নয়ন কার্যক্রমে অবদান রাখতে সবাইকে রাষ্ট্রের প্রাপ্য রাজস্ব প্রদানের আহবান জানিয়েছেন চট্টগ্রাম সিটি মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। বুধবার নগরীর রেডিসন ব্লু হোটেলে ভ্যাট দিবস ও ভ্যাট সপ্তাহ, ২০২৫ উপলক্ষ্যে কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, চট্টগ্রাম এর উদ্যোগে আয়োজিত সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ আহবান জানান মেয়র। কাস্টমস, এক্সাইজ ও

ভ্যাট কমিশনারেট কমিশনার শওকত আলী সাদীর সভাপতিত্বে এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কাস্টমস, এক্সাইজ ও মূল্য সংযোজন কর আপিল ট্রাইব্যুনালের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ লুৎফর রহমান, কর অঞ্চল-১ এর কমিশনার মোঃ আবুল কালাম আজাদ, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট (আপিল) কমিশনারেট কমিশনার মোঃ ফজলুল হক, কাস্টমস হাউস কমিশনার মোহাম্মদ শফি উদ্দিন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে মেয়র বলেন, বেগম খালেদা জিয়া প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে প্রয়াত অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমানের নেতৃত্বে ১৯৯১ সালে ভ্যাট চালু হয়। আজ তিন দশক পর দেখা যায়, সেই সিদ্ধান্ত বাংলাদেশের রাজস্ব খাতকে যে শক্ত ভিত্তি দিয়েছে, তা এখন জাতীয় অর্থনীতির অন্যতম প্রধান স্তম্ভ। বর্তমানে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশের মোট কর আদায়ের প্রায় ৩৮ শতাংশই আসে ভ্যাট থেকে, যা একক সূত্র হিসেবে সর্বোচ্চ রাজস্ব অবদান। শুধু তাই নয়, অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণের ক্ষেত্রে ভ্যাটই এখন সরকারের উন্নয়ন বাজেট বাস্তবায়নের অন্যতম প্রধান অর্থনৈতিক হাতিয়ার।"ভ্যাটের এই শক্তিশালী অবদান প্রমাণ করে যে ১৯৯১ সালে নেওয়া নীতিগত সিদ্ধান্ত ছিল সময়োপযোগী ও দূরদর্শী। রাজনৈতিক মতভেদ থাকতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্রের কল্যাণে যেসব পদক্ষেপ ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে উপকৃত করে, সেগুলোকে মূল্যায়ন করা আমাদের দায়িত্ব। ভ্যাটের মাধ্যমে রাজস্ব আহরণের স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও ডিজিটালাইজেশন আজ দেশকে এগিয়ে নিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বিএনপি সরকারের আমলে প্রবর্তিত ভ্যাট ব্যবস্থা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ভিত্তিকে টেকসই করেছে, রাজস্ব প্রশাসনকে আধুনিক করেছে এবং উন্নয়ন কার্যক্রমকে দীর্ঘমেয়াদে স্থায়িত্ব দিয়েছে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উন্নয়ন নিশ্চিত করতে দল-মত নির্বিশেষে এই ধরনের ইতিবাচক উদ্যোগগুলোকে স্বীকৃতি দেওয়া প্রয়োজন।"সবাইকে রাষ্ট্রের প্রাপ্য রাজস্ব প্রদানের আহবান জানিয়ে মেয়র বলেন, ভ্যাট হতে প্রাপ্ত রাজস্ব সরকারের আয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস, যা স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, সমাজকল্যাণ, অবকাঠামো উন্নয়ন এবং জাতীয় ঋণ পরিশোধের মতো বিভিন্ন সরকারি পরিষেবা ও বিনিয়োগে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে রাজস্ব অবদান রাখে। ব্যবসায়ী সমাজকে উদ্দেশ্য করে মেয়র যথাযথ ভ্যাট প্রদানের মাধ্যমে স্বচ্ছভাবে ব্যবসা পরিচালনার আহ্বান জানান। একই সঙ্গে নাগরিকদের প্রতি পণ্য ও সেবা গ্রহণের সময় ভ্যাট চালান নেওয়ার অনুরোধ করেন। ভ্যাট আহরণের ক্ষেত্রে তিনি ভ্যাট কর্মকর্তাদের দেশপ্রেমিক হিসেবে দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানান। তিনি আরো বলেন, স্বচ্ছতা নিশ্চিত হলে উন্নয়ন দ্রুত দৃশ্যমান হয়, আর সেই উন্নয়ন ভোগ করে নাগরিকগণ। তিনি ভ্যাট দিবসের সকল স্তরের করদাতাদের ভ্যাট প্রদানে উৎসাহিত করার মাধ্যমে একটি বৈষম্যহীন, দুর্নীতিমুক্ত, আধুনিক ও সুশৃঙ্খল দেশ গড়ে তোলার আহ্বান জানান। এবারের ভ্যাট দিবসের স্লোগান হচ্ছে "সময়মত নিবন্ধন নিব, সঠিকভাবে ভ্যাট দিব"। সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট ট্রেনিং একাডেমি, চট্টগ্রামের মহাপরিচালক ড. আবু নূর রাশেদ আহম্মেদ। সভায় স্বাগত বক্তব্যে চট্টগ্রাম কাস্টমস বন্ড কমিশনারেটের কমিশনার মোঃ মাহফুজুল হক ভূঁঞা ভ্যাট ব্যবস্থার আধুনিকায়নের বিভিন্ন দিক উল্লেখ করেন। কর জিডিপির অনুপাত প্রসঙ্গে তিনি বলেন 2024-25 অর্থ বছরে কর জিডিপির অনুপাত 6.67%, যা সন্তোষজনক নয়। এখান থেকে উত্তোরণের উপায় সম্পর্কে আলোচনা করেন তিনি। রাজস্ব সংগ্রহ ও রাজস্ব প্রদানে কোনো সমস্যা থাকলে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সাথে আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের উপর গুরুত্বারোপ করেন তিনি। ভ্যাট দিবসের আলোচনা অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথিবৃন্দ তাদের বক্তব্যে বলেন, ভ্যাট হলো বাংলাদেশের আর্থিক চালিকা শক্তি। দেশের মোট রাজস্বের ৮০ (আশি) শতাংশ আদায় হয় জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মাধ্যমে, যার মধ্যে ভ্যাটের অবদান এক-তৃতীয়াংশের বেশি। করদাতা, ব্যবসায়ী এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় রাজস্ব ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নতুন মাইলফলক অর্জন এবং দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে তরান্বিত করার কথা অতিথিবৃন্দ উল্লেখ করেন। এ বছরের ভ্যাট দিবসের প্রতিপাদ্যের কথা উল্লেখপূর্বক তাঁরা বলেন, সময়মতো নিবন্ধন গ্রহণ করলে ব্যবসা হয় স্বচ্ছ, গ্রাহকের আস্থা বাড়ে এবং ভবিষ্যতে কোনো আইনি জটিলতায় পড়তে হয় না। ভ্যাট নিবন্ধন করা শুধু আইনগত বাধ্যবাধকতা নয়, বরং এটি আমাদের সততা ও দায়িত্ববোধের প্রতীক। অতিথিবৃন্দ তাঁদের বক্তব্যে বলেন আজকের দিনটি উদযাপনের দিন নয়, বরং এটি অঙ্গীকারের দিন। সকল স্তরের জনগণকে আজ থেকে পণ্য ও সেবা গ্রহণের সময় ভ্যাট চালান নেওয়ার জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ হতে আহ্বান জানান এবং স্বচ্ছ ভ্যাট ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আধুনিক বাংলাদেশ গড়ার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন।অনুষ্ঠানের সভাপতি ভ্যাট দিবস উপলক্ষ্যে সকল করদাতা ও ব্যবসায়ীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, ভ্যাট একটি পরোক্ষ কর ব্যবস্থা। একটি আধুনিক, স্বচ্ছ ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠন করতে হলে ভ্যাট প্রদানের বিকল্প নেই। সভাপতি তাঁর বক্তব্যে বলেন বাংলাদেশে ১৯৯১ সালে ভ্যাট ব্যবস্থার প্রবর্তন হলেও ২০১১ সাল থেকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিয়মিত ভ্যাট দিবস পালন করে আসছে। তারই ধারাবাহিকতায় কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, চট্টগ্রাম প্রতি বছরের ন্যায় এবছর ভ্যাট দিবস ও ভ্যাট সপ্তাহ পালন করছে।তিনি ভ্যাট দিবস ও ভ্যাট সপ্তাহ পালনের উদ্দেশ্যে যে সকল জনসচেতনতামূলক কর্মসূচি আয়োজন করা হয়েছে তা বর্ণনা করেন। অনলাইনে ভ্যাট নিবন্ধন, অনলাইনে দাখিলপত্র প্রদান, অনলাইনে কর পরিশোধসহ বিভিন্ন সহযোগিতামূলক কর্মকাণ্ডের উদ্দেশ্যে সপ্তাহব্যাপী শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মার্কেটে বুথ স্থাপন করা হয়েছে। বিভিন্ন পোস্টার, ব্যানার, মোবাইল এসএমএস ইত্যাদির মাধ্যমে করদাতাদের অধিকতর সচেতন করা হচ্ছে। বিভিন্ন সার্কেল অফিসে করদাতাদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে। তিনি আরও জানান, গত ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড "মান্থ অব রেজিস্ট্রেশন" ঘোষণা করে। এ ঘোষণার প্রেক্ষিতে ভ্যাট নিবন্ধন প্রদানে চট্টগ্রাম ভ্যাট কমিশনারেট প্রথম স্থান অর্জন করে। এ সময় মোট ৭০০০ অনিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানকে নিবন্ধন প্রদান করা হয়। শুধু নিবন্ধন গ্রহণ করা নয় নিবন্ধন গ্রহণের পরবর্তী মাস থেকে রিটার্ন দাখিলের মাধ্যমে ব্যবসায়ীদের যথাযথ ভ্যাট পরিশোধ করতে আহ্বান জানান। সভাপতি তাঁর বক্তব্যে রাজস্ব ব্যবস্থা আধুনিকায়ন, ব্যবসার বিস্তার, অনলাইন ভিত্তিক ব্যবসার বিস্তৃতি তথা বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের রাজস্ব ব্যবস্থাকে আধুনিক এবং ডিজিটালাইজ করার বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করেন। অনলাইনে রিটার্ন দাখিল, ই- অডিট, ই-রিটার্ন, ই-সহগ, ভ্যাট স্মার্ট চালান এ সকল আধুনিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে স্বচ্ছ ও ন্যায়সঙ্গত ভ্যাট ব্যবস্থা গড়ে তোলার আশাবাদ ব্যক্ত করেন। পরিশেষে তিনি বলেন, ভ্যাট হলো বাংলাদেশের আর্থিক চালিকাশক্তি এবং ভ্যাট ব্যবস্থাপনাকে সহজ ও আধুনিকায়ন করতে চট্টগ্রাম ভ্যাট কমিশনারেট একটি সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করবে এবং করদাতাগণ সুন্দর পরিবেশে ভ্যাটসংক্রান্ত সকল সেবা পাবেন বলে দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করেন। এসময় তিনি ভ্যাট দিবস উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠানের অংশগ্রহণকারী সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

স্বাক্ষরিত/-
(আজিজ আহমদ)
জনসংযোগ ও প্রটোকল কর্মকর্তা
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
মোবাইল-০১৮১৯-৯৩০৪৮৮